তারিখ ২৫।৭।৮১
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

১০৮

নিক বাংলা

## প্রকৌশল মহা বিদ্যালয়ে ভর্তি

গত মাসের ৩১ তারিখে একটি জাতীয় দৈনিকে রাজশাহী প্রকৌশল মহাবিদ্যালয়ের এক বিজ্ঞপ্তিতে উক্ত মহাবিদ্যালয়ের ভর্তির ব্যাপারে জানানো হয়েছে যে, রাজশাহী বিভাগ থেকে যেসব ছাত্রছাত্রী উচ্চ মাধ্যমিক (বিজ্ঞান) পরীক্ষায় পাস করেছে। তাদের জন্যে উক্ত প্রকৌশল মহাবিদ্যালয়ে মোট আসনের অর্ধেক সংরক্ষিত থাকবে। এবং ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে যারা ন্যূনতম এইচএসসি পরীক্ষায় পাস করেছে তারা উক্ত প্রকৌশল মহাবিদ্যালয়ে অনুষ্ঠিতব্য ১২ই ও ১৩ই সেপ্টেম্বরের পরীক্ষায় অংশ গ্রহণ করতে পারবে অথচ এই বিজ্ঞপ্তির পূর্বে অন্য এক বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়েছিলো পদার্থ রসায়ন ও অংকশাস্ত্রে যারা এইচএসসি পরীক্ষায় ৩৮৫ বা তদূর্ধ্ব নাম্বার পেয়েছে তারাই শুধু ভর্তি পরীক্ষা দিতে পারবে। স্পষ্টতই রাজশাহী বিভাগের ছাত্রদের চাপের মুখে আঞ্চলিকতার ভিত্তিতে শিক্ষা মন্ত্রণালয় থেকে উক্ত বিভাগের ছাত্রছাত্রীদের জন্যে এই সুযোগ দেওয়া হয়েছে। কিন্তু দেশের বাকি অংশের ছাত্রছাত্রীদের জন্যে আসন সংরক্ষণ দূরে থাক ভর্তি পরীক্ষা দেওয়ার সুযোগও দেওয়া হচ্ছেনা যদিও চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ে ভর্তির ব্যাপারে ও চাকরি ক্ষেত্রে সরকারী নির্দেশ অনুযায়ী জেলাওয়ারী কোটা ব্যবস্থা বিদ্যমান রয়েছে।

শিক্ষামন্ত্রণালয়ের কাছে আমাদের জিজ্ঞাসা যদি রাজশাহী প্রকৌশল মহাবিদ্যালয়ে শুধু রাজশাহী বিভাগীয় ছাত্রছাত্রীরাই বিশেষ সুযোগ পায় তবে বিভাগীয় কোটা দেশের অন্যান্য প্রকৌশল মহাবিদ্যালয়ে এবং প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে কিনা? আমরা মনে করি শিক্ষানীতি সারা দেশের জন্যে একই হওয়া উচিত যাতে দেশের সব অঞ্চলের ছাত্রছাত্রীরা শিক্ষা গ্রহণের সমান সুযোগ পায় সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ সমীপে তাই প্রার্থনা মহাবিদ্যালয়ের সর্বশেষ সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ভর্তির যোগ্যতা, নিরূপণ ও আসন সংরক্ষণ ব্যবস্থা তাক প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় সহ অন্যান্য সব প্রকৌশল মহাবিদ্যালয়ে যথাশীঘ্র প্রয়োগ হোক দেশের অন্যান্য বিভাগের ছাত্রছাত্রীদের রাজশাহী বিভাগের ছাত্রছাত্রীদের মতো ভর্তি পরীক্ষা দেয়ার সুযোগ দেয়া হোক। এবং এই পরিপ্রেক্ষিতে ১২ ও ১৩ই সেপ্টেম্বরে রাজশাহী প্রকৌশল মহাবিদ্যালয়ে অনুষ্ঠিতব্য ভর্তি পরীক্ষা পিছিয়ে দেওয়া হোক।

মোঃ মাহবুবুর রহমান
ব্লক—৮
মিরপুর, ঢাকা।